প্রথম আলো

তারিখ 24 DEC 2017
পৃষ্ঠা ২ ৬ কলাম ২

যশোরে এমএসটিপি মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় ও কলেজ প্রাঙ্গণে গতকাল ডাচ্-বাংলা ব্যাংক-প্রথম আলো গণিত উৎসবে অতিথিদের সঙ্গে বিজয়ী শিক্ষার্থীরা ● ছবি : প্রথম আলো

গণিত জয়ে ছুটে আসা

প্রথম আলো ডেস্ক ●

গণিত আসলে কী, ১ কেন মৌলিক সংখ্যা নয়, গাড়ির চাকা বা ফ্যান যখন দ্রুত ঘোরে তখন দেখলে উল্টো ঘুরছে বলে মনে হয় কেন, আমরা দুচোখের একটি বন্ধ রাখলে একটি বস্তুকে একটি দেখি, কিন্তু দুচোখে ওই বস্তুকে দুটি দেখি না কেন? গণিত জয়ের নেশায় ছুটে আসা শিক্ষার্থীদের এ রকমই মজার ও কৌতূহলী সব প্রশ্ন আর অতিথিদের তাৎক্ষণিক জবাবে প্রাণবন্ত গণিত উৎসবের আসর। গতকাল শনিবার আঞ্চলিক আসর বসেছিল যশোর, পঞ্চগড় ও দিনাজপুরে।

উৎসবের স্লোগান, 'গণিত শেখো, স্বপ্ন দেখো'। শীতের হিম সকালে জাতীয় সংগীত পরিবেশনের সঙ্গে জাতীয় পতাকা, জাতীয় গণিত উৎসব ও গণিত অলিম্পিয়াডের পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে শুরু হয় উৎসবের। ডাচ্-বাংলা ব্যাংকের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং *প্রথম আলোর* ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ গণিত অলিম্পিয়াড কমিটি এই উৎসব আয়োজন করছে। সহযোগিতা করছে প্রথম আলো বন্ধুসভা।

উৎসব উদ্বোধনের পর শুরু হয় পরীক্ষা পর্ব। প্রাথমিক, নিম্নমাধ্যমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক—এই চার গ্রুপে ভাগ হয়ে শিক্ষার্থীরা অংশ নেয় গণিত পরীক্ষায়। পরীক্ষা শেষে উৎসব মাঠে সমবেত হয়ে উৎসবের সবচেয়ে আকর্ষণীয় প্রশ্নোত্তর পর্বে অংশ নেয় তারা।

যশোরে এমএসটিপি মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় ও কলেজ প্রাঙ্গণে সকাল নয়টায় পতাকা উত্তোলন এবং রংবেরঙের বেলুন উড়িয়ে উৎসবের উদ্বোধন করা হয়। উৎসবে অংশ নেয় যশোর ছাড়াও নড়াইল, মাগুরা ও ঝিনাইদহের মহেশপুর উপজেলার প্রায় ৭০০ শিক্ষার্থী।

উৎসব উদ্বোধনের ঘোষণা দেন জেলা প্রশাসক মো. আশরাফ উদ্দীন। উদ্বোধন শেষে ১ ঘণ্টা ১৫ মিনিটের লিখিত পরীক্ষা হয়। এরপর গণিত জয়ের গানের মধ্য দিয়ে প্রশ্নোত্তর পর্ব শুরু হয়।

এক মিনিট পর্বে বক্তব্য দেন উৎসবের ভেন্যু এমএসটিপি মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় ও কলেজের অধ্যক্ষ খায়রুল আনাম। এ সময় তাঁর হাতে স্মারক উপহার তুলে দেওয়া হয়। সবশেষে বিজয়ী ৫০ জন শিক্ষার্থীকে সনদ, পদক ও ঢাকায় অনুষ্ঠেয় জাতীয় উৎসবে যাওয়ার চিঠি দেওয়া হয়। উৎসব প্রাঙ্গণে বিভিন্ন প্রকাশনীর ১০টি স্টল বসেছিল।

সকালে ঘন কুয়াশার চাদরে ঢাকা ছিল গোটা পঞ্চগড়। সূর্যের দেখা মেলেনি বেলা ১১টার আগে। এর মধ্যেই গণিত জানা ও শেখার নেশায় পঞ্চগড় সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয় মাঠে ছুটে আসে শিশু-কিশোর-তরুণ শিক্ষার্থীরা। উদ্বোধন শেষে পঞ্চগড় ও ঠাকুরগাঁও জেলার ৪৬ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রায় সাত শ শিক্ষার্থী গণিতের লিখিত পরীক্ষায় অংশ নেয়। পরে অনুষ্ঠিত হয় প্রশ্নোত্তর পর্ব। সমাপনী অনুষ্ঠানে বিজয়ী শিক্ষার্থীদের হাতে সনদ, পদক ও প্রশ্নকারী শিক্ষার্থীদের বই পুরস্কার দেওয়া হয়।

দিনাজপুরে খুদে শিক্ষার্থীদের পদচারণায় সকাল সাড়ে নয়টায় মুখরিত হয়ে উঠেছিল বিরল পাইলট মডেল উচ্চবিদ্যালয় প্রাঙ্গণ। পতাকা উত্তোলন করে, বেলুন উড়িয়ে গণিত উৎসব উদ্বোধনের পরপরই শিক্ষার্থীদের পাঁচটি বিষয়—মাদক, মুখস্থ, মিথ্যা, বাল্যবিবাহ ও ইভ টিজিংকে না বলার শপথ করান অতিথিরা। এরপর উৎসবে আসা প্রায় ১ হাজার ২০০ শিক্ষার্থী গণিত পরীক্ষায় অংশ নেয়। পরীক্ষা শেষে নাচ, গান ও কবিতা পরিবেশন করে প্রতিযোগীরা। প্রশ্নোত্তর পর্ব শেষে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন দিনাজপুরের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মো. গোলাম রাব্বীসহ অন্য অতিথিরা।

{প্রতিবেদন তৈরিতে সহায়তা করেছেন: **যশোর অফিস** এবং **পঞ্চগড় ও বিরামপুর** (দিনাজপুর) **প্রতিনিধি**}।